Cosmo School

Class: চতুর্থ শ্রেণি
Subject: বাংলা ১ম

Prepared by: আফরোজা তাসনিম (নিপা)
Topic: ঘুরে আসি সোনারগাঁও

লেকচার -১(১৬.৯.২০)

পানাম নগর, সোনারগাঁও

***** শিক্ষার্থীবৃন্দ পাঠ্যবই থেকে গল্পটি ভালোভাবে পড়বেন।**

শিক্ষা সফর: সোনারগাঁও

মাস: জানুয়ারি
কাল: শীতকাল
যাত্রার সময়: ভোরবেলা
শিক্ষক: হাসান স্যার
শিক্ষার্থী: সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর ।

সোনারগাঁও এর অবস্থান:

- ঢাকার দক্ষিণ- পুর্বে সোনারগাঁও অবস্থিত ।
- ঢাকা থেকে সোনারগাঁও এর দুরত্ব ২৭ কি.মি. ।
- কাচপুর ব্রিজ পার হয়ে একটু এগোলেই সোনারগাঁও ।
- সোনারগাঁও নারায়নগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ।

সোনারগাঁও এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- সোনারগাঁও এর মাটিতে পা দিয়েই সাবিহার মন খুশিতে ভরে উঠল ।
- সোনারগাঁও এ রয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট গোয়ালদি মসজিদ ।
- গোয়ালদি মসজিদ মোঘল স্থাপত্য শৈলির অপূর্ব নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত ।
- গোয়ালদি মসজিদ তৈরি হয়েছিল মোঘলরা বঙ্গদেশে আসার আগে ।
- প্রাচীন কালের সমৃদ্ধ নগরীর নাম সুবর্ণগ্রাম ।
- ঢাকার আগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানীর নাম ছিল সোনারগাঁও ।

Cosmo School

Class: চতুর্থ শ্রেণি | *Prepared by:* আফরোজা তাসনিম (নিপা)

Subject: বাংলা ১ম | *Topic:* ঘুরে আসি সোনারগাঁও

লেকচার -২(২১.৯.২০)

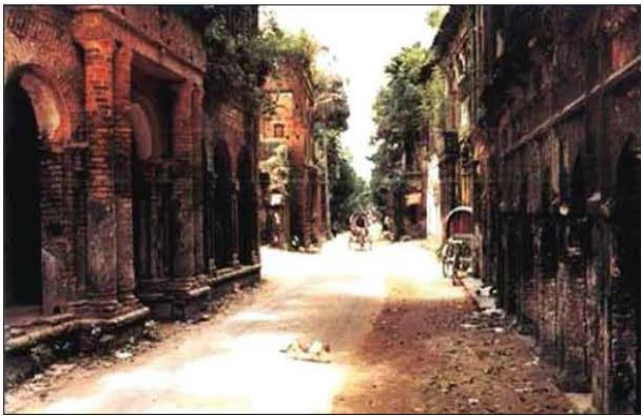

পানাম নগর, সোনারগাঁও

সোনরগাঁও সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর সুবর্ণগ্রাম । পরে এর নাম হয় সোনরগাঁও ।
- ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী ।
- ঈষা খাঁ ছিলেন এই অঞ্চলের শাসক ।

পানাম নগরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- সোনারগাঁও এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকার নাম পানাম নগর ।
- পানাম নগরে রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দালানগুলো বেশ প্রাচীন ।
- দালানগুলো খুব উঁচু নয়, সবই দোতালা ।
- দালানগুলো একশো বছর আগের তৈরি ।
- এই শহরের পুরনো দালানগুলিতে বাংলার অভূতপূর্ব স্থাপত্য শৈলী রয়েছে ।
- এখানে আনেক বছর আগে ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করতেন ।
- মসলিন কাপড়ের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল পানাম নগর ।
- সোনারগাঁও এর তৈরি মসলিন কাপড়ের বিশ্ব জোড়া কদর ছিল ।
- ইংরেজরা এদেশে আসার পর দেশি কাপড়ের কদর কমে যায় ।
- একটি দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে ।
- সোনারগাঁও এর জাদুঘরে ঢুকতে সবুজের স্নিগ্ধ স্পর্শে সাবিহার মনটা ভরে গেল ।
- সোনারগাঁও এর মাটিতে পা দিয়েই সাবিহার মন খুশিতে ভরে উঠল ।
- গোয়ালদি মসজিদ মোঘল স্থাপত্য শৈলির অপূর্ব নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত ।
- গোয়ালদি মসজিদ তৈরি হয়েছিল মোঘলরা বঙ্গদেশে আসার আগে ।

*** শিক্ষার্থীবৃন্দ উপরের আলোচনা সহ পাঠ্যবই থেকে গল্পটি ভালোভাবে পড়বেন ।

লেকচার -৩ (২৩.৯.২০)

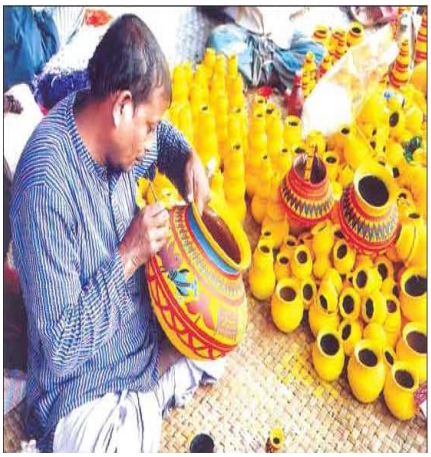

(সোনারগাঁও জাদুঘরে কাঠ, বাঁশ, মাটির তৈরি নানা রকম প্রাচীন জিনিস পত্রের নমুনা চিত্র)

সোনারগাঁও এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- সোনারগাঁও এ রয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর ।
- সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন । তিনি অনেক বড় শিল্পী ছিলেন ।
- যে বাড়িতে যাদুঘরটা রয়েছে তার আদি নাম রড় সর্দারবাড়ি ।
- দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশপথ ।
- সোনারগাঁও জাদুঘরে নানারকম প্রাচীন জিনিস পত্র দেখতে পাওয়া যায় । যেমন: কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি ।
- সোনারগাঁও জাদুঘরে জামদানি শাড়ি আর বাহারি নকশি কাঁথা রয়েছে ।

*** শিক্ষার্থীবৃন্দ উপরের আলোচনা সহ পাঠ্যবই থেকে গল্পটি ভালোভাবে পড়বেন ।

অজানাকে জানার জন্য

জয়নুল আবেদিন : জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফ্টস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের তিনিই পুরোধা। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউ) তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তিনি তাঁর নেতৃত্বের গুণে অন্যান্য শিল্পীদের সংগঠিত করার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

তিনি এমন এক স্থানে এটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে বাস্তবিক পক্ষে অতি নিকট অতীতেও শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাভিত্তিক কোনো ঐতিহ্য ছিল না। জয়নুল আবেদিন ও তাঁর কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় মাত্র এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলা তার স্থান করে নেয়। জয়নুল আবেদিনের অসাধারণ শিল্প- মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হন।

জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার বিখ্যাত অন্যান্য শিল্পকর্ম হলো- ১৯৫৭-তে নৌকা, ১৯৫৯-এ সংগ্রাম, ১৯৭১-এ বীর মুক্তিযোদ্ধা, ম্যাডোনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুমান করা হয়, তার চিত্রকর্মের সংখ্যা তিন সহস্রাধিক।

১৯৭৫ সালে জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁও এ একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। (তথ্যসূত্র: বাংলা পিডিয়া)

জয়নুল ও তাঁর চিত্রকর্ম

*** শিক্ষার্থীবৃন্দ উপরের আলোচনা সহ পাঠ্যবই থেকে গল্পটি ভালোভাবে পড়বেন ।

C.H.T date: 30.9.20